তারিখ ... 10 JUN 2010
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

যুগান্তর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হতে চান এমপি ও বিভাগীয় কমিশনাররা

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে সদস্য হতে চান এমপি এবং বিভাগীয় কমিশনাররা। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এমপিদের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। বিপরীত দিকে বিভাগীয় কমিশনাররাও সিন্ডিকেটের সদস্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ ব্যাপারে বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনারদের যে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে ওই প্রস্তাবনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়। সূত্র আরও জানায়, সংসদ থেকেও এমপিদের পক্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে সদস্য হওয়ার ব্যাপারে পৃথক প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। এ দুটির কোনটির ব্যাপারেই মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে এ ব্যাপারে ফাইল তৈরি হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে

সদস্য : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

সদস্য : হতে চান

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তার আগে মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীরও এ ব্যাপারে সম্মতি নিতে হবে। এ জন্য তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠানোর আগে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা করবেন। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব থাকা ভালো। কিন্তু সেখানে বসে যদি ভর্তি, নিয়োগ, ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার ঘটনা ঘটে, সেটা তখন অনাকাঙ্ক্ষিত হবে। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ দুটি দিকই রয়েছে। এ কারণেই সিদ্ধান্তের আগে বিষয়টি পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বুয়েট ১৯৬২ সালের এবং ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী চলে। পরে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে আলাদা আইন তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ভিসিকে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে সিন্ডিকেট। তবে এই সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সংস্থার নাম সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নয়। পুরনো ৫টিতে সিন্ডিকেট নাম হলেও বাকিগুলোর কোথাও সিন্ডিকেট আবার কোথাও রিজেন্ট বোর্ড নামকরণ হয়েছে। সংসদে পাস হওয়া নিজস্ব আইন বলে চলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বডিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধির মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি রয়েছেন, যারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। আর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই কমবেশি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ পেয়ে থাকেন। চ্যান্সেলর কোটায় সাধারণত এই নিয়োগের ঘটনা ঘটে থাকে। তারপরও এমপিদের জন্য আলাদা কোটা নির্ধারণ করতে হলে সংসদে আইনে সংশোধন করতে হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।